

## বেহেস্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ...

আমার ৬ বছরের ভাগ্নেটার প্রচুর চকোলেট এর নেশা। ওর নানা-নানুর কাছে বেহেস্তের গল্প শুনে প্রশ্ন করতো, বেহেস্তে চকোলেট পাওয়া সম্ভব কি না! আমার বাবা-মা ওকে আশ্বস্ত করতেন যে, বেহেস্তের চকোলেট পাওয়া সম্ভব। এটা শুনে ভাগ্নের বেহেস্ত নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। এবার তার পরের প্রশ্ন, স্পাইডারম্যান, ব্যটম্যান এরাও বেহেস্তে থাকতে পারবে কি না; আমি ওর এই প্রশ্নের কারণ বুঝলাম, ও একা থাকলে তো হবে না, ওর প্রিয় মানুষগুলো না থাকলে তো মজা হবে না বেহেস্তে গিয়ে! আমি আর বলতে পারলাম না যে, স্পাইডারম্যান এবং ব্যটম্যানকে সম্ভবতঃ মুসলমান হতে হবে মরার আগে, নাহলে বেহেস্তে ঢুকতে ঝামেলা হতে পারে!

আমরা ভাগ্নেকে বোঝাতাম, ভালো হয়ে থাকতে হবে, সবকিছু সবার সাথে ভাগ করে খেতে হবে, নিয়মিত হোমওয়ার্ক করতে হবে----নইলে বেহেস্তে ঢুকতে দেবে না আল্লাহ! এরপর ভাগ্নে একটা কিছু অপরাধ করলেই ছুটে এসে জিঞ্জেস করতো, মামা মামা আমি কি বেহেস্তে যেতে পারবো?! আমাকে অপরাধ শুনতে হতো, তারপর রায় দিতে হতো যে, এখনও ওর বেহেস্তে ঢোকাটা সম্ভবপর কি না। ওর অপরাধগুলো অধিকাংশ হতো কাউকে খেলনা না দেওয়া, স্কুলে মিসের কথা না শোনা, বা কাউকে চিমটি দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার ভাগ্নে বেহেস্ত পাবার আশায় চেষ্টা করতো এই সব কাজগুলো না করতে।

সেই ভাগ্নে এখন ৭ বছরের, হাট্টিমাটিম টিমের ছড়া আর পান্তাবুড়ির গল্প পড়ছে। একসময় আরো বড় হবে, আমরা যেমন করে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার বই পড়তাম, সেও পড়বে, জানবে জিহাদের সংগা। তখন যদি তাকে ভুল সংগা শেখানো হয়, তাহলে সে ভুলটাই শিখবে, সঠিকটা শেখানো হলে সঠিকটাই শিখবে। আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন সে ধর্মের বিকৃত ব্যাঙ্গ্য গুলো কোনদিন শিখতে না পারে, নইলে, স্কুলের মিসের কথা না শোনার জন্য যে ছেলেটা আশংকা করতো যে তার বেহেস্তটা হাতছাড়া হয়ে গেল কি না, সেই ছেলেটাই নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করে ভাবতে শুরু করবে যে, বেহেস্তটা হাতের মুঠোয় চলে আসছে!! এমনটাই হচ্ছে আমাদের দেশে; কিন্তু এমনটা হতে দেওয়া যাবে না!

আমি জানি যারা এসব হত্যাকান্ড ঘটাবে, তারা জিহাদের ভুল সংগাটা শিখেছে। সংগাটা বাংলায় খুব সহজ ভাষায় লিখা আছে আমাদের ধর্ম বইতে। ওটাকে কোনভাবেই ভুল বোঝার অবকাশ নেই। যে মানুষগুলোকে এরা মেরে ফেলছে, তাদের কেউই জানতো না যে, কি তাদের অপরাধ ছিল! লন্ডনে যারা মারা গেছেন, ইরাকে প্রতিদিন যে মানুষগুলো মারা যাচ্ছে কিংবা অতি সম্প্রতি গোটা বাংলাদেশে যারা মারা গেলেন- এরা কেউ বোমাবাজদের কোন ক্ষতি করে নি কোনওদিন। তাহলে এই প্রাণগুলো এভাবে ধ্বংস করার জন্য তাদের কি কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না?! নিরস্ত্র, আটপ্রোঁড়ে কতোগুলো মানুষকে হত্যা করার মাঝে আমি তো কোন বিরত্বও দেখি না! ইসলামের ইতিহাসে দেখেছি আমাদের পথপ্রদর্শকগণ অনেক মার খেয়ে একটা মার দিতেন; কিন্তু কোনওদিন কোনও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা দূরে থাক, ওনারা সরাসরি বিরোধিতাকারীদেরকেও হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিতেন। মক্কা বিজয়ের পরে আবু সুফিয়ান নির্ভেজাল ক্ষমা পেলো, সে নিজেও এটা ধারণা করতে পারে নাই! ক্ষমা পেলেন মক্কার সকল ধর্মবলম্বি জনগন যারা বিভিন্নভাবে সময়ে অসময়ে প্রিয়নবীকে জ্বালাতন করতো। যারা আজকে আমাদের দেশে তথাকথিত জিহাদের নামে খুন-খারাপি করছেন, তারা কি ইসলামের অন্য কোন ইতিহাস পড়েছেন? এটাই কি আপনাদের ভাষায়

ইসলাম? তাহলে একজন মুসলমান হিসেবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমাকে আপনাদের ধর্মীয় নেতার কাছে নিয়ে চলুন; আমি ১০ জনকে সাক্ষী রেখে তার সামনে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবো।

স্পাইডারম্যান বা ব্যাটম্যানেরা সবসময় মানুষের উপকার করে থাকে, তাদের জন্য যদি বেহেস্ত নামক জায়গাটা নিষিদ্ধ হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, এইসব তথাকথিত ‘জিহাদ’-কারীদের বেহেস্তে ঢুকিয়ে অযথা সেই পবিত্র জায়গাটাকে খোদা নোংরা করবেন না!

এরা মৃত্যুর পরে শহীদের মর্যাদা লাভের আশা করেন। একবার ভাবুন, মাদাম তেরেসাদের যদি স্রেফ ধর্মীয় কারণে স্বর্গের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত শ্রষ্টাকে নিতে হয়, তাহলে সেই সিদ্ধান্তের জন্য খোদার আফসোস হবার কথা। ঐ আফসোস কিছুটা হলেও কমবে, যদি এইসব নামধারী মুসলমানদের কয়েকটাকে উনি স্বর্গের বাইরে রাখতে পারেন!!

---

সৃজন

উলম থেকে